শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপ্রোক্ত

শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ।

প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেইজন।
অচিরাতে মিলে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২৭ পরিচ্ছেদ।

'ভক্তের জয়' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
কর্তৃক সম্পাদিত।



কলিকাতা,
৩৬।১এ নং মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন, সিমুলিয়া,
ভক্তের জয়'-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।



শ্রাবণ,
বঙ্গাব্দ ১৩২০ সাল।

কলিকাতা,

৬৬, মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, বাণী প্রেসে,

শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জ্জয়তি।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

প্রায় ১৭ বৎসরের কথা,—তখন "বঙ্গবাসী"র সর্ব্বস্ব আমাদের পরম আত্মীয় ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় জীবিত; একদিন সন্ধ্যার পর তাঁহার কলিকাতার বাটীতে বসিয়া আছি। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়-চন্দ্র সরকার মহাশয় কথায়কথায় এই ভাবে বলিলেন,—আজকাল আমাদের অনেকে তো সাহেবদের চাল-চলন ভোজন-শয়ন—অধিক কি হাঁসীটী কাশীটীরও পর্য্যন্ত অনু-করণ করিয়া থাকেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সাহেবদের একটী সদ্‌গুণেরও অনুকরণ করিবার ক্ষমতা কাহারও বড় দেখা যায় না। অত কথার দরকার কি, সাহেবেরা যে সুলভ মূল্যে বা বিনামূল্যে তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থের অমূল্য উপদেশ-গুলি ছাপাইয়া সারা দেশ ছাইয়া ফেলিতেছেন, কই এখান-কার ধর্ম্মের বক্তৃতাবাগীশের দল বা ধর্ম্মের উন্নতিকামীর দল এই সামান্য বিষয়টারও কি অনুকরণ করিতে পারিয়া-ছেন? সংস্কৃতের কথা ছাড়িয়া দিই, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম-দাসের মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে—ধর্ম্ম গ্রন্থে যে সকল সুন্দর সদুপদেশ রহিয়াছে, কই কেহ কি সেগুলিও একত্র সংগ্রহ করা আবশ্যক মনে করিয়া-ছেন,—না, তাহার সুলভ প্রচারে প্রয়াসপর হইয়াছেন?

মহানুভব সরকার মহাশয়ের কথাগুলি আমার বড়ই ভাল লাগিল। বলিতে কি, সেই রাত্রিতেই আমি বাটী আসিয়া উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। ১৩১০ সালের আশ্বিন-মাস হইতে আমি রোগাক্রান্ত হইয়া ৪।৫ বৎসর শয্যায় পড়িয়া থাকি। ঐ অবকাশের মধ্যে যখনই একটু উঠিয়া বসিতে পারিতাম, তখনই শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি শ্রী-গ্রন্থের সদুপদেশগুলি সংগ্রহ করিতাম। কেবল সংগ্রহ করিয়াও নিশ্চিন্ত ছিলাম না, সেগুলি প্রকাশেরও প্রয়াস পাইয়াছিলাম। তাহার ফলে—প্রসিদ্ধ "জন্মভূমি" মাসিক পত্রে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থোক্ত শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু এবং তাঁহার ভক্ত-পার্ষদ বৃন্দের সম্পূর্ণ উপদেশগুলি, শ্রীচৈতন্যভাগবতেরও আদিখণ্ডের সম্পূর্ণ অংশের এবং মধ্যখণ্ডের কতিপয় অংশের উপদেশ গুলি, এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেরও অধিকাংশ উপদেশগুলি ক্রমশ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ গুলিকে গ্রন্থাকারে পরিণত করিবার জন্য কাহারও আগ্রহ না দেখিয়া ঐরূপ সংগ্রহ-কার্য্যে একরূপ নিরুৎসাহই ছিলাম। সংপ্রতি আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর দুর্ব্বুদ্ধি ঘটায়, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-প্রোক্ত শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম।

বন্ধুবরের দুর্ব্বুদ্ধি নয় তো কি? তিনি একজন চারি-পাঁচটা পাশকরা পসারওলা উকিল। ঘর করিতে গেলে মানুষের যেমন পাঁচরকমের পাঁচটা বিপদ ঘটে, তেমনই

তাঁহারও একটা ঘটিয়া গিয়াছে। তা বলিয়া তাঁহার মত উচ্চ-শিক্ষিত লোকের কু-সংস্কারাপন্ন সেকেলে লোকের মত কাহারও উদ্দেশে কিছু মানসিক করা কি উচিত? তা-ও আবার যে-সকল মানসিকে নগদা বিদায় আছে, সেরূপ মানসিক'ও নয়। কথাটা খুলিয়াই বলি,—হরিরলুট মানসিকই বল, আর সত্যনারায়ণের সিণি মানসিকই বল, এই শ্রেণীর মানসিকে নগদাবিদায়—অর্থাৎ কিনা কিছু-না-কিছু প্রসাদ তো মিলে; কিন্তু আমার নির্ব্বুদ্ধি বন্ধুটি এসব মানসিকের ধার দিয়াও না যাইয়া এক নূতন ধরণের মানসিক করিয়া বসিলেন,—সদ্‌গ্রন্থ বিতরণ! তাঁ-ও আবার তাহাতে তাঁহার নামগন্ধ কিছুই থাকিবে না! এখন আপনারাই বলুন দেখি, আজিকালিকার হিসাবে ইঁহাকে আপনারা 'বুদ্ধিমান্' বলিতে রাজি হইবেন কি?

সে যাহা হউক, এই বুদ্ধিহীন বন্ধুর পাল্লায় পড়িয়া আমিও কম নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিই নাই। রোগশয্যায় পড়িয়া-পড়িয়াও এই গ্রন্থের সম্পাদন-শ্রমই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এখন আপনারা এই দুইজন বুদ্ধিহীনের উপযুক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা করুন,—এই দুইজনকেই—যেখানে যাইলে আর ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা থাকেনা, এমন যায়গায় তাড়াইয়া দিবার বন্দোবস্ত করুন।

শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশগুলি দুই ভাগে বিভক্ত,—প্রথম আচারগত, দ্বিতীয় প্রচারগত বা শ্রীমুখোক্তি দ্বারা অভিব্যক্ত। বর্ত্তমান সংগ্রহে প্রধানত দ্বিতীয় শ্রেণীর উপদেশগুলিই

স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। আকর দেখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া আমরা প্রতি-উপদেশের পাশেপাশে পরিচ্ছেদের পরিচয় দিয়াছি এবং বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত সংস্করণের পৃষ্ঠাঙ্কও প্রদান করিয়াছি। প্রতি পৃষ্ঠার শীর্ষ-ভাগে—কোন্ লীলার উপদেশ,—তাহারও পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। দেওয়া হয় নাই কেবল—উপদেশগুলির টীকা-ব্যাখ্যা। কেন? তাহার উত্তর অতি সহজ,—টাকায় কুলায় নাই। শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছা হইলে কখনও-না-কখনও তাহা কেহ-না-কেহ করিবেনই করিবেন। শেষ কথা, এই মানসিকের প্রসাদে অপ্রতিবিধেয় বিপদ হইতেও বন্ধুবর মুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার মানসিকরূপে এই শ্রীগ্রন্থ প্রকাশিত বলিয়া ইহার নামও "মানসিক" রাখা হইল। এখন যদি এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি আরও দুই-চারি জনের ঘটে, তবে অন্যান্য উপদেশগুলিও ক্রমশ প্রকাশিত হইতে পারে। আমরা শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করি—"গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্",—আমাদের মত নির্ব্বুদ্ধির দলবৃদ্ধি হউক—দলবৃদ্ধি হউক। ইতি—

শ্রাবণ, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৮
৪০।১এ মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন,
সিমুলিয়া, কলিকাতা।

বৈষ্ণবচরণানুগত
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
সম্পাদক।

শ্রীশ্রীগৌরহরির্জ্জয়তি ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপ্রোক্ত

শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ ।

আদি-লীলা ।

১ । চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তিদান ।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥
সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি ।
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত ।
ঐশ্বর্য্যশিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি-ভজন করিয়া ।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পায়্যা ॥
সার্ষ্টি, সারূপ্য, আর সামীপ্য, সালোক্য ।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত—যাতে ব্রহ্ম-ঐক্য ॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নামসঙ্কীর্ত্তন ।
চারিভাব-ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন ॥
আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে ।
আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে ॥

আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়॥

২। যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥ ৩পং। ৯ পৃষ্ঠা

৩। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্যশিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে,—আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥ ৪পং। ১২ পৃঃ
আমাকে ত যে-যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে-সে-ভাবে ভজি—এ মোর স্বভাবে।
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে,—আমারে সম হীন।
সেই-ভাবে আমি হই তাহার অধীন॥ ৪পং। ১৩ পৃঃ

৪। এই তাঁর (গুরুর) বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন করি॥
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়।
গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম॥ ৭পং। ৩৪পৃঃ

৫। ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এইসব॥ ঐ। ৩৫পৃঃ

৬। উপনিষৎ-সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব ।
মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ—পরম মহত্ত্ব ॥
গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য ।
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব্বকার্য্য ॥ ঐ

৭। 'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য-অর্থে কহে—ভগবান্ ।
চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ—অনূর্দ্ধ-সমান ॥
তাঁহার বিভূতি-দেহ—সব চিদাকার ।
চিদানন্দ তেঁহো—তাঁর স্থান পরিবার ॥ ঐ

৮। বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর ।
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর ॥ ঐ

৯। ঈশ্বরের তত্ত্ব—যেন জ্বলিত জ্বলন ।
জীবের স্বরূপ—যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥
জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্ ।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ ॥ ঐ

১০। অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্ ।
ইচ্ছায় জগতরূপে পায় পরিণাম ॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অধিকারী ।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি ॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে ।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে ॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয় ।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময় ? ॥ ঐ

১১। প্রণব সে মহাবাক্য—বেদের নিদান।
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব সর্ব্ববিশ্বধাম ॥
সর্ব্বাশ্রয়-ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ।
'তত্ত্বমসি'-বাক্য হয় বেদের একদেশ॥ ঐ

১২। স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণশিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা-হানি॥ ঐ

১৩। বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্।
ষড়্বিধ-ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ পরতত্ত্বধাম॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর, নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে 'সম্বন্ধ'॥
তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥ঐ ৩৫, ৩৬পৃঃ

১৪। ভগবান্-প্রাপ্তিহেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি—কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায়॥
সেই সর্ব্ববেদের 'অভিধেয়' -নাম।
সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম॥ ঐ। ৩৬পৃঃ

১৫। কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ॥ ঐ

১৬। পঞ্চমপুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন॥
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্তবশ।
প্রেমা হৈতে পাই কৃষ্ণসেবাসুখরস॥ ঐ

১৭। ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার॥ ৯পং। ৪০ পৃঃ

১৮। প্রতিগ্রহ না করিয়ে কভু রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥
মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনু হয় নিষ্ফল জীবন॥ ১২পং। ৪৮পৃঃ

১৯। লোকলজ্জা হয়, ধর্ম্ম-কীর্ত্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি॥ ঐ

২০। খৈ সন্দেশ অন্ন যত—মাটীর বিকার।
এহো মাটী সেহো মাটী—কি ভেদ বিচার ?॥
মাটী দেহ মাটী ভক্ষ্য—দেখহ বিচারি।১৪পং।৫৪পৃঃ

২১। প্রভু কহে—একাদশীতে অন্ন না খাইবা।১।৫৬পৃঃ

২২। ভাল হৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল॥ ঐ

২৩। গৃহস্থ হইয়া করিব পিতামাতার সেবন।
ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষ্মীনারায়ণ॥ ১৫ পং। ৫৭ পৃঃ

২৪। কথোদিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন—।
গৃহস্থ হইলাম, এবে চাহি গৃহধর্ম্ম॥
গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন॥ ঐ

২৫। প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্য সাধন কহিল।
'নামসংকীর্ত্তন কর' উ— কৈল॥ ১৬পং। ৫৮পৃঃ

২৬। ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা-সভার কবিত্বে আছে দোষের প্রকাশ ॥
দোষ-গুণ-বিচার এই 'অল্প' করি মানি।
কবিত্বকরণে শক্তি—তাহা সে বাখানি ॥ ঐ। ৬০ পৃঃ

২৭। ('হরের্নাম'—শ্লোকের কৈল অর্থ-বিবরণ ॥—)
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগত-নিস্তার ॥
দার্ঢ্য লাগি 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনরেবকার।
'কেবল'-শব্দ পুনরপি নিশ্চয়-কারণ।
জ্ঞানযোগ-তপ-কর্ম্ম-আদি নিবারণ ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
'নাহি নাহি নাহি' এই তিন এবকার ॥১৭পং। ৬১পৃষ্ঠা

২৮। তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান ॥
তরু-সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভৎসন-তাড়নে কারে কিছু না বলিবে ॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে তবু জল না মাগয় ॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব।
অযাচিত বৃত্তি কিম্বা শাক ফল খাইব ॥

সদা নাম লইব—যথালাভেতে সন্তোষ।
এই ত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম-পোষ॥ ঐ

২৯। জ্ঞান-কর্ম্ম যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক প্রেম-ভক্তিরস॥ ঐ। ৬২পৃষ্ঠা

৩০। "হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥" ঐ। ৬৪পৃষ্ঠা

৩১। প্রভু কহে—গোদুগ্ধ খাও, গাভী তোমার মাতা।
বৃষ অন্ন উপজায়, তাতে তেঁহো পিতা॥
পিতা-মাতা মারি খাও—এবা কোন্ ধর্ম্ম?।
কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম্ম?॥
কাজী কহে—তোমার যৈছে বেদ-পুরাণ।
তৈছে আমার শাস্ত্র—কেতাব-কোরাণ॥
সেই শাস্ত্রে কহে—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি মার্গভেদ।
নিবৃত্তিমার্গে জীবমাত্র বধের নিষেধ॥ ঐ। ৬৪পৃষ্ঠা
প্রবৃত্তিমার্গে গো-বধ করিতে বিধি হয়।
শাস্ত্র আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপ-ভয়॥
তোমার বেদেতে আছে গো-বধের বাণী।
অতএব গো-বধ করে বড় বড় মুনি॥
প্রভু কহে—বেদে কহে গোবধ-নিষেধে।
অতএব হিন্দুমাত্র না করে গো-বধে॥
জীয়াইতে পারে যদি, তবে মারে প্রাণী।
বেদ-পুরাণে ঐছে আ[illegible] বাণী॥

অতএব জরদ্গব মারে মুনিগণ।
বেদমন্ত্রে শীঘ্র করে তাহার জীবন॥
জরদ্গব হঞা যুবা হয় আরবার।
তাতে তার বধ নহে, হয় উপকার॥
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।
অতএব গো-বধ কেহ নাকরে এখনে॥
তোমরা জীয়াইতে নার, বধ মাত্র সার।
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার॥
গোরুর যতেক রোম, তত সহস্র বৎসর।
গো-বধী রৌরব মধ্যে পচে নিরন্তর॥ ঐ ।৬৫পৃষ্ঠা

৩২। তোমার মুখে কৃষ্ণনাম—এ বড় বিচিত্র।
পাপক্ষয় গেল, হৈলা পরম পবিত্র॥
'হরি কৃষ্ণ নারায়ণ' লৈলে তিন নাম।
বড় ভাগ্যবান্ তুমি বড় পুণ্যবান্॥ ঐ। ৬৬পৃষ্ঠা

মধ্য-লীলা।

১। মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে।
কিছু সুখ না পাইব, হবে রসভঙ্গে॥
একাকী যাইব—কিবা সঙ্গে একজন।
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনের গমন॥ ১পং। ৭৬পৃষ্ঠা

২। বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তার মাথে বাজ,
সে নয়ন রহে কি-কারণ ॥

সখি হে! শুন মোর হতবিধি-বল।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনু সকল বিফল ॥

কৃষ্ণের মধুরবাণী অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি-ছিদ্রসম, জানহ সেই শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥

মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ, যার নাহি সে-সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥

কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণ-গুণ-চরিত,
সুধাসার-স্বাদু বিনিন্দন ॥
তার স্বাদু যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেকজিহ্বা সম ॥

কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।

তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারখার,
সেই বপু লোহসম জানি ॥ ২পং । ৭৯পৃষ্ঠা
৩ । অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয় ।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হৈলে কেহো না জীয়য় ॥ ঐ । ৮০ পৃষ্ঠা
৪ । কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু ।
নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু ॥ ঐ
৫ । বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥
এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন ।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সে-ই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥ ঐ
৬ । মুকুন্দসেবায় হয় সংসারতারণ ॥ ৩পং । ৮৩পৃঃ
৭ । প্রভু কহে—সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ ।
ইহা খাইলে কৈছে হয় ইন্দ্রিয়-বারণ ? ॥ ঐ । ৮৪পৃঃ
৮ । সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে ॥ ঐ
৯ । সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে—সন্ন্যাস করিয়া— ।
নিজজন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া ॥ ঐ । ৮৮পৃঃ

১০। তুমি-সব লোক মোর পরম বান্ধব।
এই ভিক্ষা মাগোঁ—মোরে দেহ তুমি-সব॥
ঘর যাঞা কর সদা কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ-আরাধন॥ ঐ।

১১। আরদিন প্রভু কহে সবভক্তগণে—।
নিজনিজ গৃহে সভে করহ গমনে॥
ঘরে গিয়া কর সভে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন। ঐ। ৮৯পৃঃ

১২। প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার।
নিজদুঃখ-বিঘ্নাদিক না করে বিচার॥ ৪পং। ৯৪পৃঃ

১৩। উপনিষদ-শব্দের যেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই মুখ্য অর্থ ব্যাস সূত্রে সব কয়॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধাবৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ লক্ষণা॥
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতিপ্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে—সে ই সে প্রমাণ॥
জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই—শঙ্খ গোময়।
শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহা পবিত্র হয়॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ—সত্য যেই কহে।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রামাণ্যহানি হয়ে॥
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন॥

বেদপুরাণে কহে ব্রহ্মনিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর-লক্ষণ ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে 'নিরাকার' করি করহ ব্যাখ্যান ॥
'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি 'অপ্রাকৃত' করয়ে স্থাপন ॥
ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হ'য়ে যায় লয় ॥
অপাদান করণাধিকরণ-কারক তিন।
ভগবানের 'সবিশেষ' এই তিন চিহ্ন ॥
ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃতশক্তিতে তবে কৈল বিলোকন ॥
সেকালে নাহিক জন্মে প্রাকৃত মন-নয়ন।
অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের নেত্র-মন ॥
ব্রহ্মশব্দে কহে—পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায়।
পুরাণবাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয় ॥
'অপাণি' শ্রুতি বর্জ্জে—প্রাকৃত পাণি চরণ।
পুন কহে—শীঘ্র চলে, করে সর্ব্বগ্রহণ ॥
অতএব শ্রুতি কহে—ব্রহ্ম 'সবিশেষ'।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে কেন 'নির্বিশেষ' ॥

ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ?॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
'নিঃশক্তি' করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয় ? ॥ ৬পঃ।১০৫পৃ

১৪। সৎ-চিৎ-আনন্দময় ঈশ্বরস্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন-রূপ—॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ—যারে 'জ্ঞান' করি মানি ॥
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া—তিনে করে প্রেমভক্তি ॥
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তিবিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান—পরম সাহস ॥ ঐ।১০৪ পৃ

১৫। মায়াধীশ মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর-সনে করহ অভেদ ? ॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ 'শক্তি' করি মানে।
হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ? ॥ ঐ।

১৬। ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
শ্রীবিগ্রহে কহ—সত্ত্বগুণের বিকার ? ॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে—সে-ই ত পাষণ্ডী।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই—হয় যমদণ্ডী ॥ ঐ।

১৭। বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়-নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥

জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস ।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ ॥

১৮ । 'পরিণামবাদ' ব্যাসসূত্রের সম্মত ।
অচিন্ত্যশক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত ॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে' হেমভার ।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর—তবু অবিকার ॥
'ব্যাস ভ্রান্ত' বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া ।
'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া ॥
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি—সেই মিথ্যা হয় ।
জগৎ মিথ্যা নহে—নশ্বর মাত্র হয় ॥ ঐ ।

১৯ । প্রণব যে 'মহাবাক্য'—ঈশ্বরের মূর্ত্তি ।
প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ-জগত-উৎপত্তি ॥
'তত্ত্বমসি' জীবহেতু প্রাদেশিক বাক্য ।
প্রণব না মানি তারে কহে 'মহাবাক্য' ॥ ঐ ।

২০ । ভগবান্ 'সম্বন্ধ', ভক্তি 'অভিধেয়' হয় ।
প্রেমা 'প্রয়োজন',—বেদে তিন বস্তু কয় ॥
আর যে-যে কহে কিছু—সকলি কল্পনা ।
স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যে কল্পেন লক্ষণা ॥
আচার্য্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল ।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিকশাস্ত্র কৈল ॥ ঐ ।

২১ । প্রভু কহে—ভট্টাচার্য্য ! না কর বিস্ময় ।
ভগবানে ভক্তি—পরম-পুরুষার্থ হয় ॥

আত্মারামপর্য্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ॥ ঐ।

২২। ভগবান্, তাঁর শক্তি, তাঁর গুণগণ।
অচিন্ত্য প্রভাব তিনের—না হয় কথন॥
অন্য যত সাধ্যসাধন করি আচ্ছাদন।
এই তিনে হরে সিদ্ধসাধকের মন॥
সনকাদি শুকদেব তাহাতে প্রমাণ। ঐ।১০৫পৃঃ

২৩। ভক্তিসাধন শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল—নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥ ঐ।১০৬পৃঃ

২৪। গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা॥
যারে দেখ—তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হৈয়া তার' এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়-তরঙ্গ।৭পং।১১১পৃঃ

২৫। প্রভু কহে—কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম॥
কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার॥ ঐ

২৬। কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা—সে-ই গুরু হয়।৮পং।১১৬পৃঃ

২৭। সাধ্যবস্তু সাধন-বিনু কেহো নাহি পায়।ঐ।১১৮পৃঃ

২৮। (প্রভু কহে—কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥)

মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম ।
তাহাঁ-তাহাঁ হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি ।
সর্ব্বত্র হয় নিজ-ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি ॥ ঐ ।১২১পৃঃ

২৯ । প্রভু কহে—কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলক্ষণ ।
স্ব-মাধুর্য্যে করে সদা সর্ব্ব-আকর্ষণ ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাই তাঁহার চরণ ।
তাঁরে 'ঈশ্বর' করি নাহি জানে ব্রজজন ॥
কেহো তাঁরে পুত্রজ্ঞানে উদূখলে বান্ধে ।
কেহো তাঁরে সখাজ্ঞানে জিনি চঢ়ে কান্ধে ॥
'ব্রজেন্দ্রনন্দন' তাঁরে জানে ব্রজজন ।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাহি,—নিজ সম্বন্ধ-মনন ॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন ।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৯পং । ১২৬পৃঃ

৩০ । ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ॥
একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার-রূপ ॥ ঐ

৩১ । 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর ।'
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥ ঐ ।১২৭ পৃঃ

৩২ । প্রভু কহে—শাস্ত্রে কহে 'শ্রবণ-কীর্ত্তন ।
কৃষ্ণপ্রেম-সেবাফলের পরম সাধন ॥'

শ্রবণ-কীর্ত্তন-হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পরম পুরুষার্থ—পুরুষার্থসীমা॥
কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মনিন্দা—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি কভু নহে॥ ঐ। ১২৯পৃঃ

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম॥
কর্ম্ম-মুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ। ঐ। ১৩০পৃঃ

৩৩। প্রভু কহে—ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা জাতি-কুলাদি না মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে॥
স্নেহলেশাপেক্ষা মাত্র ঈশ্বরকৃপার।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার॥
মর্য্যাদা হৈতে কোটি সুখ স্নেহ-আচরণে।
পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে॥ ১০ পঃ। ১৩৬পৃঃ

৩৪। প্রভু কহে—কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেমা হয়।
যাহাঁ নেত্র পড়ে, তাহাঁ শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরয়॥ ১৩৭পৃঃ

৩৫। সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজদরশন—।
স্ত্রীদরশন—সম বিষের ভক্ষণ॥ ১১ পঃ। ১৩৮ পৃঃ

৩৬। প্রভু কহে—তথাপি রাজা কালসর্পাকার।
কাষ্ঠনারী স্পর্শে যৈছে [illegible] বশ্য [illegible]কার॥ ঐ

৩৭। প্রভু কহেন—তুমি কৃষ্ণ-ভকত-প্রধান।
তোমারে যে প্রীতি করে, সে-ই ভাগ্যবান্ ॥ ঐ

৩৮। (হরিদাস করে প্রেমে নামসঙ্কীর্ত্তনে।)
প্রভু কহে—তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে ॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপ-দান ॥
নিরন্তর কর চারি-বেদ-অধ্যয়ন।
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন ॥ ১১পং।১৪৩পৃঃ

৩৯। রাজার মিলনে ভিক্ষুর দুই লোকনাশ।
পরলোক রহু, লোকে করে উপহাস ॥ ১২পং। ১৪৬পৃঃ

৪০। সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্ব লোকে গায়।
শুক্ল বস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায় ॥ ঐ

৪১। প্রভু কহে—পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দুপাতে কেহো না করে পরশ ॥
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণবান্।
তাহারে মলিন কৈল এক 'রাজ' নাম ॥ ঐ

৪২। এই মহাভাগবত—যাহার দর্শনে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে ॥ ঐ

৪৩। সে-ই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান্ সে-ই পতি,
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়-হিতে।

না গণে আপন দুখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন-সুখ,
সেই দুই মিলে অচিরাতে ॥১৩পং। ১৫৫পৃঃ

৪৪। আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান—।
আচণ্ডালাদি করিহ কৃষ্ণভক্তি দান ॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল—যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ॥ ১৫পং। ১৬৬পৃঃ

৪৫। কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর, প্রেম নিজধন।
যে কালে সন্ন্যাস কৈল, ছন্ন হৈল মন ॥ ঐ

৪৬। গৃহস্থ হয়েন ইঁহো, চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্বভরণ না হয় ॥ ঐ। ১৬৭পৃঃ

৪৭। (গৃহস্থ বিষয়ী আমি, কি মোর সাধনে ?।
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু ! নিবেদি চরণে ।।)
প্রভু কহে—কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ।। ঐ

৪৮। (সত্যরাজ কহে—বৈষ্ণব চিনিব কেমনে ?
কে 'বৈষ্ণব' কহ তার সামান্য লক্ষণে ॥)
প্রভু কহে—যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সভাকার ॥
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপক্ষয়।
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥
দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যা-বিধি-অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে ॥

আনুষঙ্গফলে করে সংসারের ক্ষয় ।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥ ঐ
অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম ।
সে-ই বৈষ্ণব, করি তার পরম সম্মান ॥ ঐ । ১৬৮পৃঃ

৪৯ । যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি, সে-ই গুরু হয় ॥ ঐ

৫০ । দারু-জল-রূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি ।
দরশনে স্নানে করে জীবের মুকতি ॥
দারুব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম ।
ভাগীরথী সাক্ষাৎ হয় জলব্রহ্ম সম ॥ ঐ

৫১ । পরম মধুর গুপ্ত ! ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব-অংশী সর্ব্বাশ্রয় ।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম সর্ব্বরসময় ॥
বিদগ্ধ-চতুর-ধীর-রসিকশেখর ।
সকল-সদগুণবৃন্দরত্ন-রত্নাকর ॥
মধুর চরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস ।
চাতুর্য্য-বৈদগ্ধ্যে করে যেঁহো লীলা রাস ॥
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয় ।
কৃষ্ণ বিনা উপাসনা মনে নাহি লয় ॥ ঐ

৫২ । এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভুপায় ।
প্রভু ছাড়াইলে পদ ছাড়ন না যায় ॥ ঐ । ১৬৯পৃঃ

৫৩ । কৃষ্ণ সেই সত্য করে, যেই মাগে ভৃত্য ।
ভৃত্যবাঞ্ছাপূর্ত্তি-বি[illegible]ন্য কৃত্য ॥ ঐ

৫৪। বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব ॥ ঐ

৫৫। এবে মোর ঘরে ভিক্ষা কর মাস ভরি।
প্রভু কহে—ধর্ম্ম নহে, করিতে না পারি ॥
সার্ব্বভৌম কহে—ভিক্ষা কর বিশদিন।
প্রভু কহে—এহো নহে যতিধর্ম্মচিহ্ন ॥
সার্ব্বভৌম কহে—কর দিন পঞ্চদশ।
প্রভু কহে—তোমার ভিক্ষা এক দিবস ॥১৫পং।১৭০পৃঃ

৫৬। কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়াছ-অনুমান করি।
উপরে দেখিয়ে যাতে তুলসীমঞ্জরী ॥
ভাগ্যবান্ তুমি, সফল তোমার উদ্‌যোগ।
রাধাকৃষ্ণে লাগাইয়াছ এতাদৃশ ভোগ ॥ ঐ। ১৭১পৃঃ

৫৭। এই ত আসনে বসি করহ ভোজন।
প্রভু কহে—পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন ॥
ভট্ট কহে—অন্ন পীঠ সমান প্রসাদ।
অন্ন খাইবে, পীঠে বসিতে কাহাঁ অপরাধ ? ॥
প্রভু কহে—ভাল বলিলে, শাস্ত্র-আজ্ঞা হয়—।
কৃষ্ণের সকল শেষ ভক্ত আস্বাদয় ॥ঐ

৫৮। সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণহৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থল হয় ॥
মাৎসর্য্য-চণ্ডাল কেনে ইহাঁ বসাইলে ?।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে ? ॥

সার্ব্বভৌম-সঙ্গে তোমার কল্মষ হৈল ক্ষয়।
কল্মষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয়॥
উঠহ অমোঘ! তুমি কহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্॥ ঐ।১৭২পৃঃ

৫৯। কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববৎ কৈল নিবেদন—।
প্রভু আজ্ঞা কর আমার কর্ত্তব্য সাধন॥
প্রভু কহে—বৈষ্ণবসেবা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥ ১৬পং। ১৭৫পৃঃ

৬০। তেঁহো কহে—কে বৈষ্ণব, কি তার লক্ষণ?।
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তার মন—॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সে-ই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাহার চরণে॥ ঐ

৬১। বর্ষান্তরে পুন তাঁরা ঐছে প্রশ্ন কৈল।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান॥
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, আর বৈষ্ণবতম॥ঐ

৬২। স্থির হঞা ঘরে যাহ, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কটবৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥

অন্তর্নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥ ১৬পঃ।১৭৯পৃঃ

৬৩। কৃষ্ণকৃপা যারে, তারে কে রাখিতে পারে? ॥ঐ

৬৪। উত্তম হঞা 'হীন' করি মান আপনারে।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে॥ ১৬ পঃ।১৮০পৃঃ

৬৫। দুর্ল্ভ দুর্গম সেই নির্জ্জন বৃন্দাবন।
একাকী যাইব, কিবা সঙ্গে একজন॥
মাধবেন্দ্রপুরী তথা গেলা একেশ্বরে।
দুগ্ধদানছলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ দিল তাঁরে॥ঐ

৬৬। বহু সঙ্গে বৃন্দাবন গমন না করে॥ ঐ

৬৭। বন দেখি হয় ভ্রম—এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি মনে হয়—এই গোবর্দ্ধন॥
যাহাঁ নদী দেখে, তাহাঁ মানয়ে—কালিন্দী।
তাহাঁ প্রেমাবেশে নাচে, প্রভু পড়ে কান্দি॥ ঐ। ১৮২পৃ

৬৮। পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য-ভোজনে।
মহা সুখ পান যেদিন রহেন নির্জ্জনে॥ ঐ। ১৮৩ পৃঃ

৬৯। নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জ্জনে গমন।
সুখ অনুভবি প্রভু কহেন বচন—॥
শুন ভট্টাচার্য্য! আমি গেলাম বহুদেশ।
বনপথের সুখের কাহাঁ নাহি পাই লেশ॥ ঐ

৭০। কৃপার সমুদ্র—দীনহীনে দয়াময়।
কৃষ্ণকৃপা-বিনা কোন সুখ নাহি হয়॥ ঐ

৭১। প্রভু কহে—মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী।
'ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য' কহে নিরবধি ॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ—দুই ত সমান ॥
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ ॥
দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম—নাম-দেহ-স্বরূপবিভেদ ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম সব চিদানন্দ ॥ ১৭পং। ১৮৪পৃঃ
ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ ॥
ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন ॥
ইঁহো-সব রহু কৃষ্ণচরণ সম্বন্ধে।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে ॥
অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদিগণ যাতে মহা বহির্ম্মুখে ॥ ঐ। ১৮৫ পৃঃ

৭২। প্রভু কহে—শ্রুতি স্মৃতি যত ঋষিগণ।
সব একমত নহে,- ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ॥

ধর্ম্মস্থাপন-হেতু সাধু-ব্যবহার ।
পুরীগোসাঞির আচরণ—সেই ধর্ম্ম সার ॥ঐ । ১৮৬পৃঃ

৭৩। কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবে কলিকালে ?।
নিজভ্রমে মূর্খলোক করে কোলাহলে ॥ ১৮ পং ।১৯১ পৃঃ

৭৪। প্রভু কহে—'বিষ্ণুবিষ্ণু' ইহা না কহিয়।
জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিয় ॥

সন্ন্যাসী চিৎকণ জীব কিরণকণ-সম ।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম ॥

জীব আর ঈশ্বরতত্ত্ব কভু নহে সম ।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥
যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম ।
সেই ত পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম ॥ ঐ

(ম্লেচ্ছের প্রতি)

৭৫। প্রভু কহে—তোমার শাস্ত্রে স্থাপি 'নির্বিশেষ' ।
তাহা খণ্ডি 'সবিশেষ' স্থাপিয়াছে শেষ ॥
তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে—একই ঈশ্বর ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ তেঁহো শ্যাম কলেবর ॥
সচ্চিদানন্দদেহ—পূর্ণব্রহ্মরূপ ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞ নিত্য সর্ব্বাদিস্বরূপ ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাঁহা হৈতে হয় ।
স্থূল-সূক্ষ্ম-জগতের তেঁহো সমাশ্রয় ॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বারাধ্য কারণের কারণ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসারতারণ ॥
তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় সংসার।
তাঁহার চরণে প্রীতি—পুরুষার্থসার ॥
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক কণ।
পূর্ণানন্দপ্রাপ্তি—তাঁর চরণসেবন ॥
কর্ম্ম জ্ঞান যোগ আগে করিয়া স্থাপন।
সব খণ্ডি স্থাপে শেষে ঈশ্বরসেবন ॥
তোমার পণ্ডিতসভের নাহি শাস্ত্রজ্ঞান।
পূর্ব্ব-পর-বিধিমধ্যে পর বলবান্ ॥
নিজশাস্ত্রে দেখ তুমি বিচার করিয়া।
কিবা লিখিয়াছে শেষে নির্ণয় করিয়া ॥ ঐ ।১৯৩ পৃঃ

৭৬। প্রভু কহে—উভ, কৃষ্ণনাম তুমি লৈলে।
কোটিজন্মের পাপ গেল,—পবিত্র হইলে ॥ ঐ

৭৭। 'কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ' কৈল উপদেশ।
সভে 'কৃষ্ণ' কহে, সভার হৈল প্রেমাবেশ ॥ ঐ

৭৮। কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন।
বিষয়কূপ হৈতে কাড়িল তোমাদুইজন। ১৯পং। ১৯৬পৃঃ

৭৯। দোঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এদুই অধম নহে,—হয়ে সর্ব্বোত্তম ॥ ঐ

৮০। প্রভু কহে—'উপাধ্যায়! শ্রেষ্ঠ মান কায়?'।
'শ্যামমেব পরং রূপং' কহে উপাধ্যায় ॥

শ্যামরূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কা'য় ?।
'পুরী মধুপুরী বরা' কহে উপাধ্যায় ॥
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর শ্রেষ্ঠ মান কা'য় ?।
'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং' কহে উপাধ্যায় ॥
রসগণমধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কা'য় ?।
'আদ্য এব পরোরসঃ' কহে উপাধ্যায় ॥
প্রভু কহে—ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে।
এত বলি শ্লোক পড়ে গদগদস্বরে ॥ ১৯পং।১৯৭পৃঃ

৮১। প্রভু কহে— শুন রূপ। ভক্তিরসের লক্ষণ।
সূত্ররূপে কহি, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥ ঐ।১৯৮পৃঃ
পারাবারশূন্য গম্ভীর ভক্তিরসসিন্ধু।
তোমা চাখাইতে তার কহি একবিন্দু ॥
এই ত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশীলক্ষযোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥
কেশাগ্র শতেকভাগ পুন শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি ॥
তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল-স্থল-চর-বিভেদ ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর ॥
বেদনিষ্ঠমধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে ॥

ধর্ম্মাচারিমধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ ।
কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠমধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ॥
কোটি-জ্ঞানিমধ্যে হয় একজন মুক্ত ।
কোটি-মুক্তমধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত ॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম,—অতএব 'শান্ত' ।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি 'অশান্ত' ॥
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥
উপজিয়া বাঢ়ে লতা—ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায় ।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন ।
কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥
তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল ।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদিজল ॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাথী মাতা ।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুকি যায় পাতা ॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ ।
অপরাধ হস্তী যৈছে না হয় উদগম ॥
কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা ।
ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছা যত—অসংখ্য তার লেখা ॥

নিষিদ্ধাচার কুটিনাটী জীবহিংসন ।
লাভপ্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায় ।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায় ॥
প্রথমেই উপশাখার করিয়ে ছেদন ।
তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন ॥
প্রেমফল পাকি পড়ে, মালী আস্বাদয় ।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায় ॥
তাহাঁ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন ।
সুখে প্রেমফলরস করে আস্বাদন ॥
এইত পরমফল—পরমপুরুষার্থ ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ ঐ।১৯৯পৃঃ

৮২। শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন ।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ—॥
অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম ।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥ ঐ
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেম হয় ।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥ ঐ। ২০০পৃঃ

৮৩। ভুক্তি-মুক্তি-আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয় ।
সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥ ঐ। ২০০পৃঃ

৮৪। সাধনভক্তি হৈতে হয় রতির উদয় ।
রতি গাঢ় হৈলে তার 'প্রেম' নাম কয় ॥

প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয় ।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥
যৈছে বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড সার ।
শর্করা, সিতা, মিশ্রি, উত্তমমিশ্রি আর ॥
এইসব কৃষ্ণভক্তিরসের স্থায়িভাব ।
স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব ॥
সাত্ত্বিক-ব্যভিচারি-ভাবের মিলনে ।
কৃষ্ণভক্তিরস হয় অমৃত-আস্বাদনে ॥
যৈছে দধি সিতা ঘৃত মরীচ কর্পূর ।
মিলনে 'রসালা' হয় অমৃতমধুর ॥ ঐ
ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার—।
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর ॥
বাৎসল্যরতি, মধুররতি,—এ পঞ্চ বিভেদ ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তিরস পঞ্চভেদ ॥
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুররস নাম ।
কৃষ্ণভক্তিরসমধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥
হাস্যাদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয় ।
পঞ্চবিধ-ভক্তে গৌণসপ্তরস হয় ॥
পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপি রহে ভক্তমনে ।
সপ্ত গৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে ॥
শান্তভক্ত—নবযোগেন্দ্র, সনকাদি আর ।
দাস্যভাব-ভক্ত—সর্ববত্র সেবক অপার ॥

সখ্যভক্ত—শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জ্জুন ।
বাৎসল্য-ভক্ত—মাতা, পিতা, যত গুরুজন ॥
মধুররসভক্ত মুখ্য—ব্রজে গোপীগণ, ।
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ,—অসঙ্খ্য গণন ॥ঐ। ২০০ পৃঃ

৮৫। পুন কৃষ্ণরতি হয় দুই ত প্রকার—।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা, কেবলা ভেদ আর ॥
গোকুলে কেবলারতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন ।
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্য প্রবীণ ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রাধান্যে সঙ্কোচিত প্রীতি ।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য—কেবলার রীতি ॥
শান্তদাস্যরসে ঐশ্বর্য্য কাহাঁও উদ্দীপন ।
বাৎসল্য-সখ্য-মধুরে ত করে সঙ্কোচন ॥
বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল ।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে দোঁহার মনে ভয় হৈল ॥
কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি অর্জ্জুনের হৈল ভয় ।
সখ্যভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমায় করিয়া বিনয় ॥ঐ
কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীকে কৈল পরিহাস ।
'কৃষ্ণ ছাড়িবেন' জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস ॥
কেবলার শুদ্ধ-প্রেম—ঐশ্বর্য্য না জানে ।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজসম্বন্ধ সে মানে ॥
শান্তরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা ।
শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ' ইতি শ্রীমুখগাথা ॥

কৃষ্ণ-বিনা-তৃষ্ণাত্যাগ—তার কার্য্য মানি।
অতএব শান্ত 'কৃষ্ণভক্ত' এক জানি॥
স্বর্গ-মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত 'নরক' করি মানে।
কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ,—শান্তের দুই গুণে॥
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে।
আকাশের শব্দগুণ যেন ভূতগণে॥
শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন।
পরংব্রহ্ম-পরমাত্মা-জ্ঞান প্রবীণ॥
কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য-প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥
ঈশ্বরজ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে, অধিক 'সেবন'।
অতএব দাস্যরসের হয় দুইগুণ॥
শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন,—সখ্যে দুই হয়।
দাস্যে সম্ভ্রম গৌরব সেবা, সখ্যে বিশ্বাসময়॥
কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায়, করে ক্রীড়া-রণ।
কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥
বিশ্রম্ভপ্রধান সখ্য—গৌরব-সম্ভ্রম-হীন।
অতএব সখ্যরসের তিন গুণ চিন॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে—আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্॥

বাৎসল্যে—শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই-সেই সেবনের ইহাঁ নাম 'পালন' ॥
সখ্যের গুণ—অসঙ্কোচ অগৌরব সার।
মমতা-আধিক্যে তাড়ন-ভর্ৎসন-ব্যবহার ॥
আপনাকে 'পালক' জ্ঞান, কৃষ্ণে 'পাল্য' জ্ঞান।
চারি-রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত-সমান ॥
সে অমৃতানন্দে ভক্তসহ ডুবেন আপনে।
'কৃষ্ণ ভক্তবশ' গুণ কহে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানিগণে ॥১৯পং।২০১পৃঃ
মধুর রসে—কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ, লালন মমতাধিক হয় ॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুররসে হয় পঞ্চগুণ ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর-পর-ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥
এইমত মধুরে সব-ভাব-সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ॥
এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্‌দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন ॥
ভাবিতেভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধুপারে ॥ ঐ। ২০২ পৃঃ

৮৬। প্রভু কহে—তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ॥

তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়-ফল এই শাস্ত্রনিরূপণ ॥
এত কহি কহে প্রভু—শুন সনাতন ! ।
কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিতপাবন ।।
মহারৌরব হৈতে তোমা করিল উদ্ধার ।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার ॥ ২০পং । ২০৪পৃঃ

৮৭। প্রভু কহে—ইহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয়ভোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥
সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়ভোগ।
রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষরোগ ॥
তিনমুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয়, লোক করে উপহাস ॥ ঐ। ২০৫পৃঃ

৮৮। (তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা ।।
কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন কৃপাতে কহ 'কর্ত্তব্য আমার' ॥
কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয় ? ।
ইহা নাহি জানি আমি—কেমনে হিত হয় ? ॥
সাধ্য সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহ ত আপনি ॥)
প্রভু কহে—কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয় ॥

কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি—জান তত্ত্বভাব।
জানি দার্ঢ্য লাগি পুছে—সাধুর স্বভাব॥
যোগ্য পাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন, কহিয়ে তোমাতে॥
জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি—ভেদাভেদপ্রকাশ॥ ঐ। ২০৫ পৃঃ
সূর্য্যাংশকিরণ যৈছে অগ্নিজ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন-শক্তি-পরিণতি—।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি॥
'কৃষ্ণ' ভুলি সেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
সাধু-শাস্ত্রকৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মা-রূপে আপনা জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা' জীবের হয় জ্ঞান॥

৮৯। বেদশাস্ত্রে কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ-প্রাপ্য—সম্বন্ধ, ভক্তি—প্রাপ্যের সাধন॥

অভিধেয়-নাম—ভক্তি, প্রেম—প্রয়োজন।
পুরুষার্থশিরোমণি প্রেম মহাধন॥
কৃষ্ণমাধুর্য্যসেবানন্দপ্রাপ্তির কারণ।
কৃষ্ণসেবা করে কৃষ্ণরস আস্বাদন॥
ইহাতে দৃষ্টান্ত—যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি দুঃখী দেখি পুছয়ে তাহারে—॥
তুমি কেনে দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।
তোরে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে।
ঐছে বেদ-পুরাণ জীবে কৃষ্ণ উপদেশে'॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে—মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে'—শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ॥
'বাপের ধন আছে'-জ্ঞানে ধন নাহি পায়।
তবে সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্ত্যের উপায়—॥
এইস্থানে আছে ধন, যদি দক্ষিণে খুদিবে।
ভীমরুল বরুলী উঠিবে, ধন না পাইবে॥
পশ্চিমে খুদিবে, তাহাঁ যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে, ধন হাথে না পড়য়॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজাগরে।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সভারে॥
পূর্ব্বদিগে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের জাড়ি পড়িবেক তোমার হাথেতে॥

ঐছে শাস্ত্র কহে—কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥ ঐ। ২০৬পৃঃ
অতএব ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।
'অভিধেয়' বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ-ফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায় ॥
তৈছে ভক্তিফল কৃষ্ণে প্রেম উপজায়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায় ॥
'দারিদ্রনাশ ভবক্ষয় প্রেমের ফল নয়।
'ভোগ'প্রেমসুখ' মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥ ঐ। ২০৭পৃঃ

৯০। বেদশাস্ত্রে কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম—তিন মহাধন ॥
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ।
তার জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ ॥
গৌণ-মুখ্য-বৃত্তি কি অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল—কহয়ে কৃষ্ণকে ॥ ঐ

৯১। কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত, বৈভব অপার—।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর ॥
বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডগণ—শক্তিকার্য্য হয়।
স্বরূপশক্তি শক্তিকার্য্যের—কৃষ্ণ সমাশ্রয় ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন সনাতন!।
অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

স্বরূপলক্ষণ আর তটস্থলক্ষণ।
এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ ॥ ঐ। ২১৩পৃঃ।
আকৃতি প্রকৃতি এই—স্বরূপ-লক্ষণ।
কার্য্যদ্বারায় জ্ঞান এই—তটস্থ-লক্ষণ ॥
ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে।
পরমেশ্বর নিরূপিল এ দুই লক্ষণে ॥

(জন্মাদ্যস্যাদি শ্লোক)

এই শ্লোকে 'পর' শব্দে কৃষ্ণনিরূপণ।
'সত্য'-শব্দে কহে তাঁর স্বরূপলক্ষণ ॥
বিশ্বসৃষ্ট্যাদিক কৈল, বেদ ব্রহ্মাকে পঢ়াইল।
অর্থাভিজ্ঞতা স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল ॥
এইসব কার্য্য তাঁর তটস্থলক্ষণ।
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ ॥
অবতার কালে হয় জগতে গোচর।
এই দুই লক্ষণে কেহো জানয়ে ঈশ্বর ॥
সনাতন কহে—যাতে ঈশ্বরলক্ষণ—।
পীতবর্ণ, কার্য্য—প্রেমদান সঙ্কীর্ত্তন ॥
কলিকালে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়।
সুদৃঢ় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ॥
প্রভু কহে—চাতুরালী ছাড় সনাতন ॥ ঐ। ২১৪পৃঃ

৯৮। 'নিত্য লীলা কৃষ্ণের' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারি, লীলা কেমতে নিত্য হয় ? ॥

দৃষ্টান্ত দিয়া কহি যদি, তবে লোক জানে।
কৃষ্ণলীলা নিত্য—জ্যোতিশ্চক্রপ্রমাণে ॥
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ভ্রমে রাত্রিদিনে।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমেক্রমে ॥ ঐ
রাত্রি-দিনে হয়—ষাটি দণ্ড পরমাণ।
তিনসহস্র-ছয়শত পল তার মান ॥
সূর্য্যোদয় হৈতে ষাটি পল ক্রমোদয়।
সেই 'এক দণ্ড' অষ্টদণ্ডে 'প্রহর' হয় ॥
এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুন সূর্য্যোদয় ॥
ঐছে কৃষ্ণলীলামণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপি ক্রমেক্রমে ফিরে ॥
সওয়াশত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ।
তাহাঁ যৈছে ব্রজপুরে করিলা বিলাস ॥
অলাতচক্রবৎ সেই লীলাচক্র ফিরে।
সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে ॥
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর প্রকাশ।
পূতনাবধাদি করি মৌষলান্ত বিলাস ॥
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।
তাতে 'নিত্যলীলা' কহে আগম পুরাণ ॥
গোলোক গোকুলধাম—'বিভু' কৃষ্ণসম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম ॥

অতএব গোলোকস্থানে নিত্য-বিহার।
ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে প্রাকট্য তাহার॥ ঐ। ২১৫পৃষ্ঠা

৯৯। ব্রজে কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে' পূর্ণতম।
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে—পূর্ণতর পূর্ণ॥
এক কৃষ্ণ ব্রজে—পূর্ণতম ভগবান্।
আর সব স্বরূপ—পূর্ণতর পূর্ণনাম॥ ঐ

১০০। সর্ব্বস্বরূপের ধাম পরব্যোমধামে।
পৃথক্পৃথক্ বৈকুণ্ঠ সব—নাহিক গণনে॥
শত সহস্রাযুত লক্ষ কোটি যোজন।
একেক বৈকুণ্ঠের বিস্তার বর্ণন॥
সব বৈকুণ্ঠ—ব্যাপক আনন্দচিন্ময়।
পারিষদ—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সব হয়॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ একএকদেশে যার।
সেই পরব্যোমধামের কে করু বিস্তার?॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ পরব্যোম যার 'দলশ্রেণী'।
সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোক 'কর্ণিকার' গণি॥
এইমত ষড়ৈশ্বর্য্য—স্থান, অবতার।
ব্রহ্মা শিব অন্ত না পায়, জীব কোন্ ছার॥
এইমত কৃষ্ণের দিব্য সদ্গুণ অনন্ত।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি না পায় যার অন্ত॥

২১পং। ২১৫পৃষ্ঠা

ব্রহ্মাদিক রহু, অনন্ত সহস্রবদন।
নিরন্তর গায়, গুণের অন্ত নাহি পান ॥
সেহো রহু সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি কৃষ্ণ।
নিজগুণের অন্ত না পায়, হয়ে ত সতৃষ্ণ ॥ ঐ। ২১৬পৃঃ

১০১। পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ংভগবান্।
তাতে বড়, তার সম, কেহো নাহি আন ॥ ঐ

১০২। ব্রহ্মা বিষ্ণু হর—এই সৃষ্ট্যাদি ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥ ঐ

১০৩। কর্ম্ম জপ যোগ জ্ঞান,　　বিধিভক্তি তপ ধ্যান,
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্ল্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে,　　ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে,
তারে কৃষ্ণমাধুর্য্য সুলভ ॥ ঐ। ২১৯পৃঃ

১০৪। যার পুণ্যপুঞ্জফলে,　　সে-মুখ-দর্শন মিলে,
দুই অক্ষ্যে কি করিব পানে।
দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণা লোভ,　　পিতে নারে মনঃক্ষোভ,
দুঃখে করে বিধির নিন্দনে—॥
না দিলেক লক্ষকোটি,　　সবে দিল আঁখি দুটি,
তাতে দিল নিমিষ-আচ্ছাদন।
বিধি জড় তপোধন,　　রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজন ॥
যে দেখিবে কৃষ্ণানন,　　তার করে দ্বিনয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার।

মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার ॥

ঐ। ২২০পৃঃ

১০৫। এই ত কহিল সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার।
বেদশাস্ত্রে উপদেশে'—কৃষ্ণ এক সার॥
এবে কহি শুন অভিধেয়ের লক্ষণ।
যাহা হৈতে পাই—কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেমধন॥
'কৃষ্ণভক্তি অভিধেয়' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয়॥

২২পং। ২২১পৃঃ

১০৬। অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্।
স্বরূপশক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান॥
স্বাংশ-বিভিন্নাংশরূপে হইয়া বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার॥
স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্যূহ অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ—জীব তাঁর শক্তিতে গণন॥
সেই বিভিন্নাংশ জীব-দুই ত প্রকার—।
এক নিত্যমুক্ত, একের নিত্যসংসার॥ ঐ
নিত্যমুক্ত—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
'কৃষ্ণপারিষদ' নাম—ভুঞ্জে সেবাসুখ॥
নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণহৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্যসংসারী ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥

সেই-দোষে মায়াপিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় জারি তারে মারে ॥
কাম ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতেভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায় ॥
তার উপদেশমন্ত্রে পিশাচী পালায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণনিকট যায় ॥ ঐ। ২২২পৃঃ

১০৭। কৃষ্ণভক্তি হয়—অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তিমুখনিরীক্ষক—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান ॥
এইসব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল ॥
কেবলজ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি-বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা-জ্ঞানে ॥
কৃষ্ণনিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
সেই-দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সেই রৌরবে পড়ি মজে।
জ্ঞানী 'জীবন্মুক্তি দশা পাইনু' করি মানে।
বস্তুত বুদ্ধি শুদ্ধ-নহে ভক্তি-বিনে ॥ ঐ

১০৮। কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাহাঁ কৃষ্ণ, তাহাঁ নাহি মায়ার অধিকার ॥ ঐ

১০৯। 'কৃষ্ণ তোমার হঙ' যদি বোলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার ॥ ঐ
১১০। ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়ে।
গাঢ়ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়ে ॥ ঐ
১১১। অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিতেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ ॥
কৃষ্ণ কহে—আমায় ভজে, মাগে বিষয়সুখ
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে, এই বড় মূর্খ ॥
আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব ?।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ॥
কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে ॥
১১২। সংসার ভ্রমিতে কোনভাগ্যে কেহো
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে
কোনভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥ঐ
১১৩। কৃষ্ণ যদি কৃপাকরে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্য্যামি-রূপে শিখায় আপনে ॥ ঐ
১১৪। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল 'প্রেম' হয়,—সংসার যায় ক্ষয় ॥
মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয় ॥

'সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ ঐ

১৫। কৃষ্ণ কৃপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া।
জগতেরে রাখিয়াছে উপদেশ দিয়া॥ ঐ
(সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ ইত্যাদি গীতা ১৮।৬৪,৬৫ শ্লোক)

পূর্ব্বে আজ্ঞা—বেদধর্ম্ম, কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।
সব সাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবান্॥
এই-আজ্ঞাবলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়।
'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥ ঐ।২২৪পৃঃ

১৬। শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ,—শ্রদ্ধা-অনুসারী॥
শাস্ত্র যুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
'উত্তম অধিকারী' সেই তরয়ে সংসার॥

শাস্ত্র যুক্তি নাহি-জানে, দৃঢ়শ্রদ্ধাবান্।
'মধ্যম অধিকারী' সেই মহা ভাগ্যবান্॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে 'কনিষ্ঠ জন'।
ক্রমেক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম॥

রতি-প্রেম-তারতম্যে ভক্ত-তর-তম।
একাদশস্কন্ধে তার করিয়াছে লক্ষণ॥ ঐ

১১৭। সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণবশরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে॥ ঐ

১১৮। এইসব গুণ হয় বৈষ্ণবলক্ষণ।
সব কহা নাহি যায়, করি দিগ্‌দরশন—॥
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, অনীহ, স্থির, বিজিতষড়্‌গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥ ঐ

১১৯। কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয়—সাধুসঙ্গ।ঐ
কৃষ্ণপ্রেমজন্মে তেঁহো পুন মুখ্য অঙ্গ॥ ঐ।২২৭পৃঃ

১২০। অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক 'অসাধু'—কৃষ্ণাভক্ত আর॥ঐ

১২১। এসব ছাড়িয়া আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥
ভক্তবৎসল কৃতজ্ঞ সমর্থ বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত—নাহি ভজে অন্য॥
বিজ্ঞজনের হয় যদি কৃষ্ণগুণজ্ঞান।
অন্য ত্যজি ভজে,—তাতে উদ্ধব প্রমাণ॥
শরণাগত-অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে 'আত্মসমর্পণ'॥

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥২২পং।২২৫ পৃঃ

১২২। এবে সাধনভক্তিলক্ষণ শুন সনাতন।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম-মহাধন॥ ঐ
শ্রবণাদি-ক্রিয়া তার 'স্বরূপলক্ষণ'।
'তটস্থলক্ষণে' উপজায় প্রেমধন॥ ঐ।২২৬পৃঃ

১২৩। নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম—'সাধ্য' কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥ ঐ

১২৪। এই ত সাধনভক্তি দুই ত প্রকার—।
এক বৈধী-ভক্তি, রাগানুগা-ভক্তি আর॥
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
'বৈধী-ভক্তি' বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥ ঐ

১২৫। বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তির বহুত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ-সার—॥
গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্মশিক্ষা পৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন॥
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ-নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস॥
ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন।
সেবা-নামাপরাধাদি বিদূরে বর্জ্জন॥
অবৈষ্ণবসঙ্গ বহুশিষ্য না করিব।
বহুগ্রন্থকলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিব॥

হানি-লাভ সম, শোকাদির বশ না হইব।
অন্যদেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিব॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিব।
প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন।
পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন॥
অগ্রে নৃত্য গীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ-নতি।
অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থগৃহে গতি॥
পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সঙ্কীর্ত্তন।
ধূপ-মাল্য-গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন॥
আরাত্রিক-মহোৎসব-শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন।
নিজপ্রিয়-দান, ধ্যান, তদীয়সেবন॥
'তদীয়'—তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত।
এই-চারি-সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন।
জন্মদিনাদিমহোৎসব লঞা ভক্তগণ॥
সর্ব্বথা শরণাপত্তি, কার্ত্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব॥ ঐ। ২২৬পৃঃ

১২৬। সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধায়ে সেবন॥
সকলসাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥ ঐ

১২৭। এক অঙ্গ সাধে—কেহো সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥
এক-অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি ভক্তের বহুঅঙ্গ-সাধন ॥ ঐ

১২৮। কাম ত্যাগি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি।
দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী ॥
বিধিধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥
অজ্ঞানেও যদি হয় পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে, না করে প্রায়শ্চিত্ত ॥ ঐ।২২৭পৃঃ

১২৯। জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্ত্যের কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ ॥ ঐ

১৩০। বিধিভক্তি-সাধনের কৈল বিবরণ।
'রাগানুগা'-ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন ॥
রাগাত্মিকা-ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে।
তার অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা'-নামে ॥
ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা 'রাগ'—এই স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা—এই তটস্থ লক্ষণ ॥
রাগময়ী ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা' নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্ ॥
লোভে ব্রজবাসিভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে—রাগানুগার প্রকৃতি ॥

'বাহ্য' 'অন্তর' ইহার দুইত সাধন।
বাহ্য—সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥
মনে—নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা॥
দাস-সখা-পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে এইসব ভাবের গণন॥ ঐ
এইমত করে যেবা রাগানুগা-ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজায় প্রীতি॥ ঐ।২২৮পৃঃ

১৩১। প্রীত্যঙ্কুরের—'রতি', 'ভাব'—হয় দুই নাম।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীভগবান্॥
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেমসেবন।
এই ত কহিল 'অভিধেয়' বিবরণ॥ ঐ। ২২৮পৃঃ

১৩২। এবে শুন ভক্তিফল—প্রেম 'প্রয়োজন'।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস-জ্ঞান॥
কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে—'প্রেম' অভিধান।
কৃষ্ণভক্তিরসের এই 'স্থায়িভাব'-নাম॥
এই দুই ভাবের স্বরূপ-তটস্থ-লক্ষণ।
প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সনাতন॥
কোনো ভাগ্যে কোনো জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয়॥

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন॥
অনর্থ-নিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম॥ ২৩পং। ২২৮পৃঃ

১৩৩। যাহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্বশাস্ত্রে কয়—॥
এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃতক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়॥
কৃষ্ণের সম্বন্ধ বিনা কাল নাহি যায়।
ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়॥
সর্ব্বোত্তম-আপনাকে 'হীন' করি মানে।
'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন' দৃঢ় করি জানে॥
সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা-প্রধান।
নামগানে সদা রুচি—লয়ে কৃষ্ণনাম॥
কৃষ্ণগুণাখ্যানে হয় সর্ব্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণলীলাস্থানে করে সর্ব্বদা বসতি॥
কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।
কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন॥

যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥ ২৩পঃ।২২৯পৃঃ

১৩৪। প্রেম ক্রমে বাঢ়ে, হয়—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥
বীজ ইক্ষু রস গুড় তবে খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিশ্রী শুদ্ধমিশ্রী আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল ক্রমে বাঢ়ে স্বাদ।
রতি-প্রেমাদিকে তৈছে বাঢ়য়ে আস্বাদ॥
অধিকারিভেদে রতি পঞ্চপরকার—।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর-রতি আর॥
এই পঞ্চ স্থায়িভাব হয় পঞ্চরস।
যে রসে ভক্ত সুখী কৃষ্ণ হয় বশ॥
প্রেমাদিক স্থায়িভাবসামগ্রামিলনে।
কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ পায় পরিণামে॥
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়িভাব 'রস' হয় এই চারি মিলি॥
দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর-মিলনে।
'রসালাখ্য' রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে॥
দ্বিবিধ 'বিভাব'—আলম্বন, উদ্দীপন।
বংশীস্বরাদি—'উদ্দীপন', কৃষ্ণাদি—'আলম্বন'॥
'অনুভাব'—স্মিত-নৃত্য-গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি 'সাত্ত্বিক' অনুভাবের ভিতর॥

নির্ব্বেদ-হর্ষাদি তেত্রিশ 'ব্যভিচারী'।
সব মেলি রস হয় চমৎকারকারী ॥
পঞ্চবিধ রস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য।
মধুর-নাম শৃঙ্গার-রস সভাতে প্রাবল্য ॥
শান্তরসে শান্তিরতি প্রেমপর্য্যন্ত হয়।
দাস্যরতি রাগপর্য্যন্ত ক্রমেত বাঢ়য় ॥
সখ্য-বাৎসল্য-রতি পায় অনুরাগসীমা।
সুবলাদ্যের ভাবপর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥
শান্তাদিরসের 'যোগ' 'বিয়োগ' দুই-ভেদ।
সখ্য বাৎসল্য—যোগাদির অনেক বিভেদ ॥
রূঢ়-অধিরূঢ়-ভাব কেবল মধুরে।
মহিষীগণের 'রূঢ়', অধিরূঢ়' গোপিকানিকরে ॥
অধিরূঢ় মহাভাব দুইত প্রকার—।
সম্ভোগে 'মাদন', বিরহে 'মোহন' নাম তার ॥
মাদনের চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।
উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্প,—মোহনের দুই ভেদ ॥
চিত্রজল্প দশ-অঙ্গ—প্রজল্পাদি নাম।
ভ্রমরগীতা-দশশ্লোক তাহার প্রমাণ ॥
'উদ্‌ঘূর্ণা'—বিবশ চেষ্টা—'দিব্যোন্মাদ' নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি—আপনাকে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান ॥
সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ,—দ্বিবিধ শৃঙ্গার।
'সম্ভোগ'—অনন্ত-অঙ্গ, নাহি অন্ত তার ॥

'বিপ্রলম্ভ' চতুর্ব্বিধ—পূর্ব্বরাগ, মান, ।
প্রবাসাখ্য, আর প্রেমবৈচিত্ত্য-আখ্যান ॥
রাধিকাদ্যে 'পূর্ব্বরাগ' প্রসিদ্ধ 'প্রবাস' 'মানে' ।
'প্রেমবৈচিত্ত্য' শ্রীদশমে মহিষীগণে ॥ ঐ । ২৩০পৃষ্ঠা

১৩৫ । ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ—নায়কশিরোমণি ।
নায়িকার শিরোমণি—রাধাঠাকুরাণী ॥ ঐ

১৩৬ । অনন্ত কৃষ্ণের গুণ, চৌষট্টি প্রধান ।
এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্তকাণ ॥ ঐ

১৩৭ । অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার পঁচিশ প্রধান ।
যেই গুণের বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান্ ॥ ঐ । ২৩১পৃষ্ঠা

১৩৮ । নায়ক নায়িকা দুই—রসের 'আলম্বন' ।
সেই-দুই-শ্রেষ্ঠ—রাধা, ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
এইমত দাস্যে দাস, সখ্যে সখাগণ ।
বাৎসল্যে মাতা-পিতা—আশ্রয়ালম্বন ॥
এই রস অনুভবে যৈছে ভক্তগণ ।
যৈছে রস হয়, তার শুনহ লক্ষণ ॥
এই-রস আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে ।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস-আস্বাদনে ॥ ঐ
সংক্ষেপে কহিল এই 'প্রয়োজন'-বিবরণ ।
পঞ্চম-পুরুষার্থ এই কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ঐ । ২৩২পৃঃ

১৩৯ । 'হেতু'-শব্দে কহে—ভুক্তি-আদি বাঞ্ছান্তরে ।
ভুক্তি, সিদ্ধি, মুক্তি,—মুখ্য এতিন প্রকারে ॥

এক 'ভুক্তি' কহে—ভোগ অনন্তপ্রকার।
'সিদ্ধি' অষ্টাদশ, 'মুক্তি' পঞ্চপরকার॥
এই যাহাঁ নাহি, তাহাঁ ভক্তি 'অহৈতুকী'।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী॥ ২৪পং।২৩৩পৃঃ

১৪০। 'ভক্তি'-শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার—।
এক সাধন, প্রেমভক্তি নব প্রকার—॥
রতিলক্ষণা প্রেমলক্ষণা-ইত্যাদি প্রচার।
ভাবরূপা, মহাভাবলক্ষণারূপা আর॥
শান্তভক্তের রতি বাঢ়ে প্রেম পর্য্যন্ত।
দাসভক্তের রতি হয় রাগদশা-অন্ত॥
সখাগণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত।
পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ-আদি অনুরাগ-অন্ত॥ ঐ
কান্তাগণের রতি পায় মহাভাব-সীমা।
'ভক্তি'-শব্দের এইসব অর্থের মহিমা॥ ঐ।২৩৪পৃষ্ঠা

১৪১। 'গুণ'-শব্দের অর্থ—কৃষ্ণের গুণ অনন্ত।
সৎ-চিৎ-রূপ গুণ—সর্ব্ব পূর্ণানন্দ॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কারুণ্য স্বরূপ পূর্ণতা।
ভক্তবাৎসল্য আত্মপর্য্যন্ত বদান্যতা॥
অলৌকিক রূপ-রস-সৌরভাদি গুণ।
কারো মন কোন গুণে করে আকর্ষণ॥
সনকাদির মন হরিল সৌরভাদি গুণে।
শুকদেবের মন হরিল লীলা-শ্রবণে॥

শ্রীঅঙ্গ-রূপে হরে গোপীগণের মন।
রূপ-গুণ-শ্রবণে রুক্মিণ্যাদি-আকর্ষণ ॥
বংশীগীতে হরে লক্ষ্ম্যাদিকের মন।
যোগ্যভাব জগতে যত যুবতীরগণ ॥
গুরুতুল্য স্ত্রীগণের বাৎসল্যে আকর্ষণ।
দাস্য-সখ্যাদি ভাবে পুরুষাদি গণ ॥
পক্ষী মৃগ বৃক্ষ লতা চেতনাচেতন।
প্রেমে মত্ত করি আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ ॥ ঐ

১৪২। 'হরি'-শব্দে নানা অর্থ, দুই মুখ্যতম—।
সর্ব্ব-অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন ॥
যৈছে-তৈছে যোই-কোই করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ পাপ তার করে সংহারণ ॥ঐ
তবে করে ভক্তিবাধক কর্ম্মাবিদ্যা-নাশ।
শ্রবণাদ্যের ফল 'প্রেমা' করয়ে প্রকাশ ॥
নিজগুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয় মন।
ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ, ঐছে তাঁর গুণ ॥
চারি পুরুষার্থ ছাড়ায়, গুণে হরে সভার মন।
হরি-শব্দের এই মুখ্যার্থ করিল লক্ষণ ॥ ঐ।২৩৫পৃঃ

১৪৩। 'ব্রহ্ম'-শব্দের অর্থ—তত্ত্ব সর্ব্ববৃহত্তম।
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য করি নাহি যার সম ॥
সেই 'ব্রহ্ম'-শব্দে কহে—স্বয়ংভগবান্।
যাহা বিনু কালত্রয়ে বস্তু নাহি আন ॥

সেই অদ্বয় তত্ত্ব—কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তিনকালে সত্য সেই শাস্ত্রপরমাণ ॥ ঐ

১৪৪। 'আত্মা'-শব্দে কহে—কৃষ্ণ বৃহত্ত্ব স্বরূপ।
সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বসাক্ষী পরম স্বরূপ ॥ ঐ

১৪৫। সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তিহেতু ত্রিবিধ সাধন—।
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি,—তিনের পৃথক্ লক্ষণ ॥
তিন সাধনে ভগবান্ তিঁন-স্বরূপে ভাসে।
ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবত্ত্বে প্রকাশে ॥ ঐ

১৪৬। 'ব্রহ্ম-আত্মা'-শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়।
রূঢ়িবৃত্ত্যে নির্ব্বিশেষ অন্তর্য্যামী কয় ॥
জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রকাশে।
যোগমার্গে অন্তর্য্যামিস্বরূপেতে ভাসে ॥
রাগভক্তি বিধিভক্তি হয় দুইরূপ।
স্বয়ংভগবত্ত্বে, ভগবত্ত্বে,—প্রকাশ দ্বিরূপ ॥
রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ংভগবান্ পায়।
বিধিভক্ত্যে পার্ষদ-দেহে বৈকুণ্ঠে যায় ॥ ঐ

১৪৭। সেই উপাসক হয় ত্রিবিধ প্রকার—।
অকাম, মোক্ষকাম, সর্ব্বকাম আর ॥ ঐ

১৪৮। 'বুদ্ধিমানের' অর্থ—যদি বিচারজ্ঞ হয়।
নিজকাম লাগি তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ঐ
ভক্তি-বিনু কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥

অজাগলস্তনন্যায় অন্য সাধন ।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন ॥ ঐ । ২৩৬পৃঃ

১৪৯ । ‘আৰ্ত্ত, অর্থার্থী’ দুই সকাম-ভিতরে গণি ।
‘জিজ্ঞাসু’ ‘জ্ঞানী’ দুই মোক্ষকাম মানি ॥
এই চারি সুকৃতী হয়ে মহাভাগ্যবান্ ।
তত্তৎ কামাদি ছাড়ি মাগে শুদ্ধভক্তিদান ॥
সাধুসঙ্গকৃপা কিবা কৃষ্ণের কৃপায় ।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায় । ঐ

১৫০ । ‘দুঃসঙ্গ’ কহি—কৈতব আত্মবঞ্চনা ।
‘কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি’-বিনু অন্য কামনা ॥ ঐ
‘সকামভক্ত অজ্ঞ’ জানি দয়ালু ভগবান্ ।
স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছার পিধান ॥ ঐ

১৫১ । সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা, ভক্তির স্বভাব ।
এ তিনে সব ছাড়ায়—করে কৃষ্ণভাব ॥ ঐ

১৫২ । জ্ঞানমার্গে উপাসক দুইত প্রকার—।
কেবলব্রহ্মোপাসক, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর ॥
কেবলব্রহ্মোপাসক তিন ভেদ হয়—।
সাধক, ব্রহ্মময়, আর প্রাপ্তব্রহ্মলয় ॥
ভক্তি-বিনু কেবলজ্ঞানে মুক্তি নাহি হয় ।
ভক্তিসাধন করে যেই প্রাপ্তব্রহ্মলয় ॥
ভক্তির স্বভাব—ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ ।
দিব্য দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন ॥

ভক্তদেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ।
গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্ম্মল ভজন॥
জন্ম হৈতে শুক-সনকাদি হয় ব্রহ্মময়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণেরে ভজয়॥
সনকাদ্যের কৃষ্ণকৃপায় সৌরভে হরে মন।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন॥
ব্যাসকৃপায় শুকদেবের লীলাদিস্মরণ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন॥
নব যোগীশ্বর জন্ম হৈতে সাধক জ্ঞানী।
বিধি-শিব-নারদমুখে কৃষ্ণগুণ শুনি॥
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন।
একাদশস্কন্ধে তার ভক্তিবিবরণ॥ ঐ। ২৩৬ পৃঃ

১৫৩। মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী হয় তিন প্রকার—।
মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত, প্রাপ্তস্বরূপ আর॥
'মুমুক্ষু' জগতে অনেক সাংসারিক জন।
মুক্তিলাগি ভক্ত্যে করে কৃষ্ণের ভজন॥
সেইসভে সাধুসঙ্গে গুণ স্ফুরায়।
কৃষ্ণভজন করায়, মুমুক্ষা ছাড়ায়॥
নারদের সঙ্গে শৌনকাদি মুনিগণ।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈল কৃষ্ণের ভজন॥
কৃষ্ণের দর্শনে কারো কৃষ্ণের কৃপায়।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া গুণে ভজে তাঁর পায়॥ ঐ। ২৩৭পৃঃ

১৫৪। 'জীবন্মুক্ত' অনেক ; সে-ও দুই ভেদ জানি—।
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত, জ্ঞানে জীবন্মুক্ত মানি ॥
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত—গুণাকৃষ্ট কৃষ্ণ ভজে।
শুষ্কজ্ঞানে জীবন্মুক্ত—অপরাধে অধোমজে ॥ঐ।২৩৭পৃঃ

১৫৫। ভক্তিবলে 'প্রাপ্তস্বরূপ' দিব্যদেহ পায়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণ-পায় ॥ ঐ

১৫৬। কৃষ্ণবহির্মুখ-দোষে মায়া হৈতে ভয়।
কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তি হৈতে মায়ামুক্ত হয় ॥ ঐ

১৫৭। ভক্তি-বিনু মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে সে মুক্তি হয়।ঐ
ভক্ত্যে মুক্তি পাইলেহো অবশ্য কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ঐ।২৩৮পৃঃ

১৫৮। বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণপায়।
সেই বুদ্ধি দেন তারে, যাতে তাঁকে পায় ॥ ঐ। ২৪০পৃঃ

১৫৯। সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজে বাস,—এই পঞ্চ সাধন প্রধান ॥
এই পঞ্চমধ্যে এক স্বল্প করয়।
সদ্‌বুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥ ঐ

১৬০। উদারা মহতী যার সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি।
নানা কামে ভজে, তভু পায় ভক্তি সিদ্ধি ॥
ভক্তিপ্রভাবে সেই কাম ছাড়াইয়া।
কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া ॥ ঐ

১৬১। জীবের স্বভাব—কৃষ্ণদাস-অভিমান।
দেহে-'আত্মা'জ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান ॥

কৃষ্ণকৃপাদি-হেতু হৈতে স্বভাব-উদয়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণেরে ভজয়॥ ঐ

১৬২। ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়।
সভে সব ত্যজি তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥ ঐ। ২৪৩পৃঃ

১৬৩। কৃষ্ণতুল্য ভাগবত—বিভু সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতিশ্লোকে প্রত্যক্ষরে নানা অর্থ কয়॥ ঐ।২৪৪পৃঃ

১৬৪। প্রভু কহে—বিষ্ণু বিষ্ণু, আমি ক্ষুদ্র জীব হীন।
জীবে 'বিষ্ণু' মানি,—এই অপরাধ চিহ্ন॥
জীবে বিষ্ণুবুদ্ধি দূরে, যেই রুদ্রব্রহ্মসম—।
নারায়ণে মানে, তার পাষণ্ডীতে গণন॥২ : পং। ২৪৭পৃঃ

১৬৫। প্রভু কহে—আমি জীব অতি তুচ্ছ-জ্ঞান।
ব্যাসসূত্রের গম্ভীরার্থ :—ব্যাস ভগবান্॥
তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএব আপন সূত্রের করিয়াছে ব্যাখ্যানে॥
যে সূত্রকর্ত্তা, সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান॥
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥
প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়॥
ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদেরে সেই উপদেশ কৈল॥
সেই অর্থ নারদ ব্যাসেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল—॥

এই অর্থ—আমার সূত্রের ব্যাখ্যারূপ ।
শ্রীভাগবত করি সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ॥
চারি-বেদ উপনিষদ—যত কিছু হয় ।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয় ॥
সেই সূত্রে যেই ঋগ্‌বিষয় বচন ।
ভাগবতে সেই ঋক্—চারিশ্লোক নিবন্ধন ॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত ।
ভাগবতশ্লোক উপনিষদ—কহে এক অর্থ ॥
ভাগবতের সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন ।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ—॥
আমি 'সম্বন্ধতত্ত্ব' ; আমার জ্ঞান-বিজ্ঞান—।
আমা পাইতে সাধনভক্তি 'অভিধেয়'-নাম ॥
সাধনের ফল প্রেম—মূল 'প্রয়োজন' ।
সেই প্রেমে পায় জীব—আমার সেবন ॥
এই তিন অর্থ আমি কহিল তোমারে ।
জীব তুমি, এই তিন নারিবে জানিবারে ॥
যৈছে আমার স্বরূপ, যৈছে আমার স্থিতি ।
যৈছে আমার গুণ কর্ম্ম ষড়ৈশ্বর্য্য শক্তি ॥
আমার কৃপায় স্ফুরুক এসব তোমারে ।
এত বলি তিন তত্ত্ব কহিল তাঁহারে ॥ ঐ । ২৪৮-পৃঃ
সৃষ্টির পূর্ব্ব ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি হইয়ে ।
প্রপঞ্চ প্রকৃতি পুরুষ আমাতেই লয়ে ॥

সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমি প্রবেশিয়ে।
প্রপঞ্চ যে-কিছু দেখ, সেহ আমি হইয়ে॥
প্রলয়ের অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে॥
'অহমেব অহমেব' শ্লোকে তিনবার।
পূর্ণৈশ্বর্য্য-শ্রীবিগ্রহ-স্থিতির নির্দ্ধার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, নিরাকার মানে।
তারে তিরস্করিবারে কৈল নির্দ্ধারণে॥
এই শ্লোকে কহে—জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিবেক।
মায়াকার্য্যে মায়া হৈতে আমি ব্যতিরেক॥
যৈছে সূর্য্যভাসস্থানে ভাসয়ে আভাস।
সূর্য্য বিনু স্বতন্ত্র তার না হয় প্রকাশ॥
মায়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব।
এই সম্বন্ধতত্ত্ব কহিল, শুন আরসব॥
অভিধেয় সাধনভক্তির শুনহ বিচার।
সর্ব্বজন-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যার॥
ধর্ম্মাদিবিষয় যৈছে এ চারি-বিচার।
সাধনভক্তি এই-চারি-বিচারের পার॥
সর্ব্বদেশে কালে দশায় জনের কর্ত্তব্য—।
গুরুপাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য শ্রোতব্য॥
আমাতে যে প্রীতি—সেই প্রেম 'প্রয়োজন'।
কার্য্যদ্বারে কহি তার 'স্বরূপলক্ষণ'॥

পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে-বাহিরে।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে ॥
ভক্ত আমা প্রেমে বান্ধিয়াছে হৃদয়ভিতরে।
যাহাঁ নেত্র পড়ে, তাহাঁ দেখয়ে আমারে ॥
অতএব ভাগবতে এই তিন কয়—।
সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনময় ॥ ঐ। ২৪৯পৃঃ
এই ত সম্বন্ধ, শুন অভিধেয় ভক্তি।
ভাগবতে প্রতি শ্লোকে ব্যাপে যার স্থিতি ॥
এবে শুন প্রেম যেই মূল প্রয়োজন।
পুলকাশ্রু নৃত্য গীত যাহার লক্ষণ ॥
অতএব ভাগবত—সূত্রের অর্থরূপ।
নিজকৃতসূত্রের নিজভায্যস্বরূপ ॥
গায়ত্রীর অর্থে এই-গ্রন্থ-আরম্ভণ।
'সত্যং পরং'—সম্বন্ধ, 'ধীমহি'—সাধন-প্রয়োজন ॥
কৃষ্ণভক্তিরস স্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব ॥
অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থসার ॥ ২৫পং।২৫০পৃঃ

১৬৬। নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ঐ

১৬৭। কাঁথা-করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইলে তার করিহ পালন ॥ ঐ। ২৫১পৃঃ

১৬৮। প্রভু কহে—ইহাঁ হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন ॥
এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে ।
আর নাম হৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ॥ ২৫২পৃঃ

অন্ত্যলীলা।

১। প্রভু কহে—কহ, কেনে কর সঙ্কোচ-লাজে ?।
গ্রন্থের ফল শুনাইবে বৈষ্ণবসমাজে ॥ ১পং। ২৫৯পৃঃ

২। প্রভু কহে—বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারবী প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥
ক্ষুদ্র জীবসব মর্কটবৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া ॥ ২পং। ২৬৭পৃঃ

৩। নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে ॥৩পং।২৬৯পৃঃ

৪। সে-ই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সে-ই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজজন ॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সে-ই ঠাকুর ধন্য, তারে চূলে ধরি আনে ॥৪পং।২৭৮পৃঃ

৫। সনাতন! দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে।
কোটি দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে ॥

দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে !
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় কোনো নাহি ভক্তি বিনে ॥
দেহত্যাগাদি এইসব তমোধর্ম্ম ।
তমোরজোধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাই চরণ ॥
ভক্তিবিনু কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয় ।
প্রেমবিনু কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্যহৈতে নয় ॥
দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম—পাতের কারণ ।
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ ॥
প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে ।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেহো না পারে মরিতে ॥
গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন ।
তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ ॥ ঐ

৬। কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন ।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥
নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য ।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে, সে-ই বড়, অভক্ত হীন ছার ।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি-বিচার ॥ ঐ
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্ ।
কুলীন-পণ্ডিত-ধনীর বড় অভিমান ॥ ঐ। ২৭৯পৃষ্ঠা

৭। ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি ।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি

তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—নামসঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন ॥ ঐ

৮। প্রভু কহে—কোন্ পথে আইলে সনাতন ?।
তেঁহো কহে—সমুদ্রপথে করিলাগমন ॥
প্রভু কহে—তপ্তবালুতে কেমতে আইলা ?।
সিংহদ্বারের পথ শীতল—কেনে না আইলা ?।
তপ্তবালুতে তোমার পায়ে হৈল ব্রণ।
চলিতে না পার, কেমতে করিলে সহন ? ॥
সনাতন কহে—দুঃখ বহু না পাইল।
পায়ে ব্রণ হইয়াছে, তাহা না জানিল ॥
সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষে ঠাকুরের তাহাঁ সেবকপ্রচার ॥
সেবকসব গতাগতি করে অবসরে।
কারো সহ স্পর্শ হৈলে সর্ব্বনাশ হবে মোরে ॥
শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা।
তুষ্ট হঞা তারে কিছু কহিতে লাগিলা— ॥
যদ্যপি তুমি হও জগতপাবন।
তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেবমুনিগণ ॥
তথাপি ভক্তস্বভাব—মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদাপালন হয় সাধুর ভূষণ ॥
মর্য্যাদালঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুইলোক নাশ ॥

মর্য্যাদা রাখিলে, তুষ্ট কৈলে মোর মন।
তুমি ঐছে না কৈলে আর করিব কোন্‌জন ? ॥
৪পং। ২৮০পৃষ্ঠা

৯। মর্য্যাদালঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে ॥ ঐ। ২৮১

১০। দ্বৈত ভদ্রাভদ্র জ্ঞান— সব মনোধর্ম্ম।
'এই ভাল, এই মন্দ'—এইসব ভ্রম ॥
আমিত সন্ন্যাসী—আমার সমদৃষ্টি ধর্ম্ম।
চন্দনে পঙ্কে আমার জ্ঞান হয় সম ॥ ঐ

১১। মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায়।
ঘৃণা নাহি উপজয় ; আরো সুখ পায় ॥
লাল্যামেধ্য লালকে চন্দনসম ভায়।
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না জন্মায় ॥ ঐ। ২৮২পৃঃ

১২। প্রভু কহে—বৈষ্ণবের দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ তাঁর করে চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃতদেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥
সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডূ উপজাঞা।
আমা পরীক্ষিতে ইহাঁ দিল পাঠাইয়া ॥
ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাঙ যবে।
কৃষ্ণঠাঞি অপরাধদণ্ড পাইতাঙ তবে ॥

পারিষদ-দেহ এই—না হয় দুর্গন্ধ।
প্রথমদিন পাইল অঙ্গে চতুঃসমের গন্ধ॥ ঐ

১৩। ভাগ্য তোমার—কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
রামানন্দপাশ যাই করহ শ্রবণ॥

কৃষ্ণকথারুচি তোমার, বড় ভাগ্যবান্।
যার কৃষ্ণকথায় রুচি—সে হয় ভাগ্যবান্॥

৫পং। ২৮৪পৃঃ

১৪। আমি ত সন্ন্যাসী, আপনা 'বিরক্ত' করি মানি।
দর্শন রহু দূরে, প্রকৃতির নাম যদি শুনি॥ ঐ
তবহি বিকার পায় আমার তনু মন।
প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন?॥ ঐ। ২৮৫পৃঃ

১৫। ব্রজবধূসঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি-বিলাস।
যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্রোগ কাম তার তৎকাল হয় ক্ষয়।
তিনগুণ-ক্ষোভ নাহি, মহা ধীর হয়॥
উজ্জ্বল মধুর প্রেমভক্তি সেই পায়।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥
যে শুনে যে পড়ে তার ফল এতাদৃশী।
সেই-ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি॥
তার ফল কি কহিব, কহনে না যায়।
নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তার কায়॥ ঐ

১৬। মহানুভবের এই সহজ স্বভাব হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয়॥ ঐ। ২৮৬ পৃষ্ঠা

১৭। প্রভু কহে—কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সভা হৈতে।
তোমাকে কাঢ়িল বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্ত হৈতে॥ ৬পং। ২৯৪পৃঃ

১৮। ইহার বাপ-জ্যেঠা বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া।
'সুখ' করি মানে বিষয়বিষের মহাপীড়া॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য, করে ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধবৈষ্ণব নহে, হয়ে বৈষ্ণবের প্রায়॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব—করে মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায়, যাতে হয় ভববন্ধ॥
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলেন তোমা।
কহনে না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা॥ ঐ

১৯। বৈরাগী করিব সদা নামসঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় তার, হয় রসের বশ॥
বিরাগীর কৃত্য—সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদরভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতিউতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥ ঐ। ২৯৫পৃঃ

২০। গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে,আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥ ঐ

২১। বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥
বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতাভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন ॥ ঐ। ২৯৬পৃষ্ঠা

২২। প্রভু কহে—ভাল কৈল, ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি—বেশ্যার আচার ॥ ঐ
ছত্রে যাই যথালাভ উদর-ভরণ।
মনঃকথা নাহি, সুখে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥ ঐ। ২৯৭পৃঃ

২৩। প্রভু কহে—এই শিলা 'কৃষ্ণের বিগ্রহ'।
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥
এই শিলার কর তুমি সাত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন ॥
এক কুঁজা জল আর তুলসীমঞ্জরী।
সাত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি ॥
দুইদিগে দুইপত্র, মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এইমত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি ॥ ঐ। ২৯৭পৃঃ

২৪। প্রভু কহে—কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
'শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন' এইমাত্র জানি ॥ ঐ।৩০১পৃ

২৫। প্রভু হাসি কহে—'স্বামী' না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন ॥ ঐ। ৩০২পৃঃ

২৬। শ্রীধরস্বামিপ্রসাদেতে ভাগবত জানি।
জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী, 'গুরু' করি মানি ॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত-ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ—কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥
অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ঐ। ঐ

২৭। যতি হঞা জিহ্বালম্পট— অত্যন্ত অন্যায়।
যতিধর্ম্ম—প্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায় ॥ঐ। ৩০৬পৃঃ

২৮। ব্রহ্মস্ব-অধিক এই হয় রাজধন।
তাহা হরি ভোগ করে মহাপাপী জন ॥ ঐ। ৩০৯পৃঃ

২৯। সেই ধন করিহ নানা ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয় ॥
অসদ্ব্যয় না করিহ, যাতে দুইলোক যায়। ঐ। ৩১১পৃঃ

৩০। প্রভু কহে—সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধিতৈল পরম ধিক্কার ॥ ১২পঃ। ৩২২পৃঃ

৩১। মথুরার স্বামিসভার চরণ বন্দিবা ॥
দূরে রহি ভক্তি করিহ, সঙ্গে না রহিবা।
তাঁসভার আচার চেষ্টা লৈতে না পারিবা ॥
শীঘ্র আসিহ,—তাহাঁ না রহিয় চিরকাল।
গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল ॥ ১৩পঃ। ৩২৪পৃঃ

৩২। বৃদ্ধ পিতা-মাতা যাই করহ সেবন।
বৈষ্ণবপাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন ॥ ঐ। ৩২৬পৃঃ

৩৩। ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ ঐ

৩৪। চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের, না রয় এক স্থানে।
দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্দ্ধানে ॥১৫পং। ৩৩৪পৃঃ

৩৫। প্রভু কহে—এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত।
ব্রহ্মাদি-দুর্লভ এই নিন্দয়ে অমৃত ॥
কৃষ্ণের যে ভুক্তশেষ—তার 'ফেলা' নাম।
তার এক লব পায় সে-ই ভাগ্যবান্ ॥
সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়।
কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ কৃপা সে-ই তাহা পায় ॥
'সুকৃতি'-শব্দে কহে—কৃষ্ণকৃপাহেতু পুণ্য।
সেই যার হয় 'ফেলা' পায় সে-ই ধন্য ॥১৬পং। ৩৩৮পৃঃ

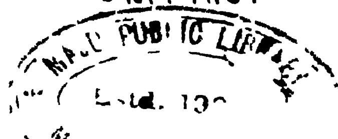
৩৬। প্রভু কহে—এইসব প্রাকৃত দ্রব্য।
ঐক্ষব কর্পূর মরিচ এলাচি লঙ্গ গব্য ॥
রসবাস গুড়ত্বক্-আদি যত সব।
প্রাকৃত-বস্তুর স্বাদু সভার অনুভব ॥
সেই দ্রব্যের এই স্বাদু—গন্ধ লোকাতীত।
আস্বাদ করিয়া দেখ সভার প্রতীত ॥
আস্বাদ দূরে রহু, যার গন্ধে মাতে মন।
আপনা বিনু অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মারণ ॥
তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধরস্পর্শ হৈল।
অধরের গুণসব ইহাতে সঞ্চারিল ॥
অলৌকিক গন্ধ স্বাদু—অন্যবিস্মারণ।
মহামাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ ॥
অনেক সুকৃতে ইহার হঞাছে সম্প্রাপ্তি।
সভেই আস্বাদ কর করি মহাভক্তি ॥ঐ ।৩৩৮—৩৩৯ পৃঃ

৩৭। পরম দুর্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত।
তাহা যেই পায়, তার সফল জীবিত ॥ ঐ। ৩৪০পৃঃ

৩৮। হর্ষে প্রভু কহে—শুন স্বরূপ রামরায়!।
নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে করে কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥ ২০পং। ৩৫২পৃঃ
নামসঙ্কীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস॥
সংকীর্ত্তন হৈতে—পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন॥২০পং। ৩৫৩ পৃঃ

৩৯। যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়!॥
উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষে যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুখাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি 'কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান'॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয়॥ ২০পং। ৩৫৩পৃঃ

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপ্রোক্ত শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ সমাপ্ত।



প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রণীত

ভক্তের জয়।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উল্লাস,—গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী। এই ত্রিধারায় স্নান করিলে ত্রিতাপ জ্বালা জুড়াইয়া যাইবে,—শোকের সন্তাপ—রোগের যন্ত্রণা অন্তর্হিত হইবে,—ভগবৎপ্রেমে মনপ্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিবে।

প্রথম উল্লাসে,—গণপতি ভট্ট, বলরাম দাসের রথযাত্রা, দীনবন্ধু দাস, বিশ্বম্ভর দাস, বন্ধু মহান্তি, রঘু অরক্ষিত, দামোদর দাস এবং কৃষ্ণপ্রিয়ার পত্র,—এই আটটি ভক্ত চরিত্র আছে।

দ্বিতীয় উল্লাসে,—গৌরচন্দ্র, জগবন্ধু মহাপাত্র, গোবিন্দদাস, গীতা-পণ্ডা, শাল্তোবা, জগন্নাথ দাস, গঙ্গাধর দাস, মণি দাস, রাম বেহেরা, নারায়ণ দাস এবং বালিগ্রাম দাস,—এই এগারটি ভক্তচরিত্র আছে।

তৃতীয় উল্লাসে,—সালবেগ, রাম দাস, রঘু দাস, গোপাল, পরমেষ্ঠি দিপুটি, মাধবাচার্য্য, রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র, অনন্ত ...র, ...দাস, বালকরাম দাস, নন্দ মহান্তী, নীলাম্বর দাস এবং তুলসী দাস,—এই তেরোটি ভক্তচরিত্র আছে।

সকল চরিত্রই চিত্তসুন্দর। সকল উল্লাসই উত্তম বাঁধাই করা। প্রতি উল্লাসের মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

নানান্ নিধি।

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের ভক্তিরস-প্রধান প্রসিদ্ধ প্রবন্ধাবলী। সরল ও সরস ভাষায় এরূপ শিক্ষাপ্রদ সদ্‌গ্রন্থ আর নাই। রঙ্গরসের—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভিতর দিয়া শাস্ত্রীয় জটিল তত্ত্বের মীমাংসা এই গ্রন্থেই দেখিতে পাইবেন। পড়িতেপড়িতে হাসিতেও হইবে, আবার ভগবৎ-প্রেমে কাঁদিতেও হইবে।

কি কি প্রবন্ধ আছে,—দেখুন।

১। নূতন বৎসর। ২। দশহরা। ৩। শ্রীশ্রীহিন্দোল লীলা। ৪। সেকালের নন্দোৎসব। ৫। মায়ের বোধন। ৬। মা এলো। ৭। গৌরপূর্ণিমার জয়। ৮। গৌর এলো। ৯। শ্রীশ্রীদোল লীলা। ১০। হোলি হ্যায়। ১১। ফাগুনের ফাগুখেলা। ১২। নামব্রহ্মের অবমান। ১৩। দেবতার অবসাদ। ১৪। ভগবান্ ভিখারী। ১৫। হাম মারা হ্যায়। ১৬। দৈব ও পুরুষকার। ১৭। বুড়ার বড়াই। ১৮। ছোঁড়ার বড়াই। ১৯। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। ২০। নকলে সকল নষ্ট। ২১। চাতক-সম্ভাষণ। ২২। পিঞ্জরের কোকিল। ২৩। বায়স-কোপ। ২৪। জলি বোট। ২৫। বয়া। ২৬। ফুটবল। ২৭। এক্‌রাজ সিগনাল। ২৮। ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ। ২৯। মনোজয়ের সহজ উপায়। ৩০। মাতৃদর্শন।

উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই করা। মূল্য ১৲ এক-টাকা মাত্র। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।